যুগান্তর

তারিখ ৩ ১ DEC 2017

পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

গণভবনে শনিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ করে পাঠ্যপুস্তক উৎসবের উদ্বোধন করেন পিআইডি

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নজর বাড়ানোর তাগিদ প্রধানমন্ত্রীর

বাসস

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে যাতে শিক্ষা কর্মকাণ্ড যথাযথভাবে পরিচালিত হয়, সেদিকে মনোযোগ দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

তিনি বলেছেন, 'আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা মেধাবী এবং তাদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেয়া হচ্ছে। তাহলে কেন তারা পরীক্ষায় পাস করবে না। তাই আমি মনে করি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে যাতে শিক্ষা কর্মকাণ্ড যথাযথভাবে পরিচালিত হয়, সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে।'

শনিবার সকালে গণভবনে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এবং এ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি), ইবতেদায়ী, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি), জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) এবং সমমানের পরীক্ষার ফল গ্রহণকালে তিনি এ কথা বলেন।

শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে, তবে এটি আরও জোরদার করতে হবে। কারণ আমরা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়ার গতি ধরে রাখতে চাই।'

পিইসি, জেএসসি এবং সমমানের অন্যান্য পরীক্ষা চালুর কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'পাবলিক পরীক্ষার ভয় নিরসনের মাধ্যমে শিশুদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে এসব পরীক্ষা সহায়ক হয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনের জন্য তার সরকার শিক্ষার প্রতি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। দেশকে প্রত্যাশিত লক্ষ্যে এগিয়ে নেয়ার জন্য একটি শিক্ষিত প্রজন্ম গড়ে তুলতে তার সরকার প্রয়োজনীয় সবকিছুই করে যাচ্ছে।'

শিক্ষাকে সম্পদ হিসেবে বর্ণনা করে শেখ হাসিনা সুশিক্ষিত হিসেবে নিজেদের বিকাশের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নজর বাড়ানোর তাগিদ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

'শিক্ষা কেউ চুরি অথবা ছিনতাই করতে পারে না।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'স্বাধীনতার পরপরই বঙ্গবন্ধু সরকার শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়ার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং বিপুলসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করে।' তিনি জানান, তার দল স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা, সেমিনার সিম্পোজিয়াম এবং বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শের পরে শিক্ষানীতি তৈরি করেছে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ ও বৃত্তি প্রদান এবং বিদ্যালয়ে খাবার সরবরাহ কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। স্কুল ও কলেজে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণীকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। শেখ হাসিনা বলেন, 'ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্যেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ স্বাধীন করেছেন। যখন আমরা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা নির্মাণ করতে পারব, তখনই তার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।' বিশ্বে বাংলাদেশকে একটি মর্যাদাপূর্ণ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'অন্যদের কাছে ভিক্ষা নয়, আমরা আমাদের মাথা উঁচু করে রাখতে চাই।' শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইন অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জেএসসি এবং জেডিসি আর প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে পিইসি ও ইবতেদায়ীর ফলাফল প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেন। বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান মোতাহার হোসেন, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বই হস্তান্তরের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি আধুনিক বিশ্বের কথা মাথায় রেখে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সময়োচিত পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, বিশ্ব নিয়মিত পরিবর্তন হচ্ছে। তাই আমাদের বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সময়োচিত পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করতে হবে।

গণভবন প্রাঙ্গণে খেলা করল শিশুরা : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে পাঠ্যপুস্তক গ্রহণের পর স্কুল শিশুরা তার সরকারি বাসভবন গণভবন প্রাঙ্গণে খেলাধুলা করে। এ সময় প্রধানমন্ত্রীও শিশুদের সঙ্গে কিছু সময় কাটান। প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব আশরাফুল আলম খোকন জানান, 'পাঠ্যপুস্তক গ্রহণ করার পর ২০ স্কুল শিশু প্রধানমন্ত্রীর কাছে গণভবন প্রাঙ্গণে খেলা করার অনুমতি চায়। প্রধানমন্ত্রী শিশুদের খেলার অনুমতি দিলে তারা আনন্দে ফেটে পড়ে এবং গণভবনের দক্ষিণ প্রাঙ্গণে খেলতে শুরু করে। তারা সেখানে দোলনা, মই ও স্লিপারসহ বিভিন্ন রাইডারে আরোহণ করে।